পরাবাস্তব চাঁদ

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

পরাবাস্তব চাঁদ

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

বর্ষবরণ সংখ্যা - ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
প্রকাশক - সবুজ স্বপ্ন

স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং কবির অনুমতি ছাড়া এই ই-বুক এর কোনো অংশেরই কোনোরূপ প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনোরূপ যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে যেমন - যেকোনো ধরনের গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক্স বা অনান্য যেকোনো মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না এবং এই ই-বুক এর কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে না।

এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বিনিময় মূল্য - ১০০ টাকা

উৎসর্গ

নমিতা দেবী গঙ্গোপাধ্যায় (শিক্ষিকা), সুমতি দেবী করণ, অধ্যাপিকা বনানী গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রলেখা করণ এবং বিশ্বের সকল কবিতাপ্রেমী নর-নারীগনকে-

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কবি ডঃ মদনচন্দ্র করণ - জার্মান, ফরাসি, মার্কিন, ব্রিটিশ, সৌদি, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় নানা খ্যাতনামা পুরস্কারে ভূষিত। এমনকি বিশ্ব শান্তি দিবস হতে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ত্রিপুরা BSS Academy পুরস্কার প্রাপ্ত। সুতরাং তার লেখা নিশ্চয় কোনো মূল্যবান সাহিত্যের দিক উন্মোচিত করছে। অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন। পেশায় একজন সনামধন্য অধ্যাপক। এই কবি - "সবুজ স্বপ্ন" (আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা) অনলাইন পত্রিকার একজন নিয়মিত কলম সঙ্গী। ইনি এই পত্রিকার একজন অন্যতম সম্পদ। সম্পাদক হিসাবে আমি কবির দীর্ঘায়ু ও তার লেখনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। কবিতার ভালোমন্দ বিচার ও বিশ্লেষণ শুধুমাত্র পাঠকেরই।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পরাবাস্তব চাঁদ...	1
কামিনী কাঞ্চন	2
কাঙালি মেরে...	3
একা-উবাচ	4
এক অনন্ত মধুর স্মৃতি	5
প্রিয়তমাসু	6
হাভাতের স্বপ্ন	7
প্রেরণা	8
রমা -তোকে...	9
ভালোবাসা যখন	10
স্বপ্ন দেখি	11
ভালোবাসা কেন কাঁদায় ?	12
ইলুশন	13
একাগ্নি	14
একটি বৃষ্টি ভেজা দিন	15
শখের প্রেম	16
এজীবন ..	17
ভাবতে ভাবতে...	18
বৃষ্টি	19
মেহের উন্নিসা	20
ফাগুনী বসন্ত	21
যাত্রী	22
তিলোত্তমা	23
অকলঙ্ক	24
পুরুষ প্রদক্ষিণ	25
চাঁদের হাসি	

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
হাজার বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে	25
চোখের মণি থাকতেও	26
রতি সুখ সারে...	27
সম্প্রীতি	28
তমালিকা	29
খিচুড়ি	30
অগ্নি আঁখ রে	31
পরশু রামের কুঠার	32
জীবনানন্দ	33
হাজার নকশী কাঁথায়	34
গুবাক গুঞ্জ	35
ফাগ	36
ভুবন ভার	37
সম্বিৎ	38-39
রক্তের নুন	40-41
পানকাবতী	42-43
পরাগের নেশা	44-46
মুক্ত নিশ্বাস	47
রুপের ডালি	49
	50

পরাবাস্তব চাঁদ...

হামাই ধানের ক্ষেতে, আলতি পাখির মতো
শ্যামঘাসের ডগায় ডগায় দানার খোঁজে,
মধ্যরাতের ট্রেন-এর হুইশিল শুনতে শুনতে
দূর আকাশের কোনে প্রাণের আরামে ব্যস্ত।

শশী আর যামিনী - মিট মিট তারার নেশায়
পেঁচার মতো নিশাচর হয়ে কলাবাগান থেকে
দেখতে ভালো বাসি ইদল ফিতরের চাঁদ।
সেই চাঁদের মতো ভালোবাসি তোমার চাঁদ মুখ।

নক্ষত্রের আলোয়, আমার ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে
স্বপ্ন আর বাস্তবে করুণ কশাঘাত খেতে খেতে
তার পর একদিন হয়ে যাই স্বপ্ন রাজ্যের সম্রাট
খুঁজে ফিরি - মুমতাজ, ভালোবাসার তাজমহল।

রোদে জলে লড়তে লড়তে প্রেম হীন বুকে -
নেমে আসে কঠিন দুঃসময়, যা ন্যয্য প্রাপ্য -
অগত্যা, রাইয়ের চরণ, পরাবাস্তব প্রেম লীলা
অনবদ্য আকর্ষণ - নিদারুণ শমন অভিনন্দন।

যাও ফিরে ওরে জীব-সৃষ্টির অন্তিম ইচ্ছায়
মাঝ খানে দাও নাও সাত জন্মের ভালোবাসায়
ফুলের মত সুন্দর জীবন হোক শত দুঃখময়
হাসি মুখে বরণ করি সব কিছু এ বিশ্ব ধরায়।

কামিনী কাঞ্চন

সন্ধ্যা প্রদীপের শিখার মত জ্বলতে জ্বলতে
নিভু নিভু অবস্থা এখন, প্রজ্ঞার অতীত আজ -
এই অমানিশা জয় করার রসদের অভাব দেখি।
শরীবের প্রতি অনুপরমানুতে অক্সিজেন কমছে -
আজ কাল পরশুতে কিম্বা কয়েক দিন বা বছর
শুধুই একটু সময়ের অপেক্ষা ফুরাবে নিশ্চিত।

বাঁচার রসদ-আয়ু-পরমায়ু নিদারুণ অন্তিম বেলা
অনেক দিন হল, এই পৃথিবীর এতো রূপ এত প্রেম
এতো ভালোবাসা শরত-বসন্ত খুব মোহ ময় মায়াময়
সব চেয়ে গবেষণার মত বিষয় নারী আর সখাগণ।
সময়ে কত মানুষ সখা ,সুহৃদ ,সুজন ,তারপর যখন
দুঃসময় - কেউ পাশে থাকে না, বাড়ায় না সুন্দর হাত
আর নারী ? হাজার বছরে এক অসমাপ্ত গবেষণাপত্র।

কেউ মা ,কেউ বোন, কেউ অন্য কিছু, প্রাণের আরাম
মাতা ছাড়া আর কারো করিনে বিশ্বাস - এই অস্তাচলে -
তবু মনে হয়-মরি মরি হাসতে হাসতে মরি কামিনীর
নিশুতি ডাকে, শিউলি, গাঁদা,তমাল, বকুল বন ছায়ে
কিম্বা সমুদ্র নদীর ঘাটে, যৌবনের বাসর রাত্রি শয্যাতে।

কেউ সকাম, কেউ নিস্কাম, কেউ শুধু স্বপ্ন অভিসারিণী
মহুয়ার মাতাল অঘ্রাণে শাল পিয়াল জারুল বন বীথিতে
অনেক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত আমি - বড়ই ক্লান্ত শরীর মন
সকাল সন্ধ্যা দিবা নিশি দুঃখ ভেজা সময় সুখ গুজরান।
তবু প্রেম, হতাশা, দুঃখ, জয়ে বেছে নিই ক্ষণিক আনন্দ
প্রেয়সীর আঁচল-মহুয়া লেশা, ইন্দ্রলোক, কামিনী কাঞ্চন ।

কাঙালি মেরে...

প্রকৃতি আর মানুষ ঠকিয়ে -
আফিম নেশা
আহার নিদ্রা মিথুন যশ আর
ক্ষমতার অহংকার -
লোক ঠকানো ভেল্কী বাজির
চলছে জয় জয়াকার।

ডিগ্রী কেণা সে লিব রিটি
ডিগ্রী কেণো মহারাজা
পকেট ভরো রাজার কুমার
আর রাজ নীতির শাহেজাদা।

কী পেয়েছ ? অনেক অনেক -
অর্থ মান আর যশ
তোমার সুখের পিছে আছে,
দেশের সর্বনাশ।

কাঙ্গালি মেরে কাছারি গরম
পাপ-পুণ্য পরলোক বোধ নাই
মানবতার ছাল চামড়ায় নুন
মিছেই ফেশীয়াল ওয়াষ ভাই।

অমর নহ -মরতে হবে দুদিন
আগে কিম্বা পরে শমন ডাকে
শ্মশান চিতায় যাও সৎ কাজেতে
মানব স্মৃতিতে সসম্মানে থেকে।

একা-উবাচ

উনবিংশ প্রেম শেষে পরাজয়
আজ বড়ই একা -
যেখানেই থাকি শুধু মনে হয়
নিজেকে খুব খুউব একা।

পলাশের ঘ্রান বকুল সৌরভ
সব কিছুতে বাঁচাই অসহায় প্রাণকে
আকাশ বাতাস চাঁদ তারা নদী দেশ
গ্রাম গঞ্জ নগর শহর শহর তলী থেকে।

দেশের মানুষ খোজেনই প্রেম ঠিকানা
অর্থ যশ মানের যাঁতায় অন্তর বাহিরে
কেবল চিরবিরহী যক্ষের নিরালার গান
সাগর-নদী-পাহাড়-প্রান্তরে খেলা করে।

মহুয়ার ঘ্রাণ, পাখির কুজন, নদীর ঢেউ
মেঠো পথ, ভাটিয়ালি গান, নহবত সুর
রঙিন প্রজাপতি আঁকা চিঠির মর্ত্য লীলা
এ জীবন করেছে সমাজ দ্রুত দূর বহুদূর।

অতি চালাকি - বোকামি প্রাণে অদ্ভুত
এক প্রকার ঝড় - সঙ্কট -চিরস্থায়ী ধোঁকা
অন্তর-বাহির রণ বন-জল-জঙ্গলে আজ
আমি হলাম একা-একা-শুধুই একা।

এক অনন্ত মধুর স্মৃতি

নীলকণ্ঠ পাখির গানে, হৃদয় গুঞ্জনে
যুগযুগ ধরে তৃষিত মনের লাখ যন্ত্রণায় -
শারদীয় শিউলি ঝরা বুকে অনন্ত স্মৃতি
বুঝিনি সে প্রেম ভাষায়, নুর উন্নিসায়।
শেথের মেয়ে শরতে আকাশে চাঁদ তারা
রাম ধনু রঙ্গেরঙ্গে জোছনা জোনাকিতে -
মহুয়া শাল পিয়াল পলাশ মান্দার বনপথে।
কামনার অলকা মনবলাকা চলা ফেরাতে
অভাবের দুঃখ রাতে শালুক খুদ থালাতে।
জাতি ধর্মের বজ্জাতিতে খুব মনে পড়ে -
একটি সুন্দর মুখ, সুন্দর স্বভাব সতী মেয়ে
মুমিন কন্যা যবন বালা হৃদয় অখলা নারী -
অপ্সরি, হরিণ নয়না সাদরে বলেছিল শুধু
আমায় নিয়ে কবিতা লেখো-হয় যেন সেটা
মর্ত্যের অবিনশ্বর সৃষ্টি আর সেরা উপহার।
শিশির ভেজা শরতের লজ্জাবনত অবনীতে
অশ্রু ভারে সিক্ত বুকে, স্তব্ধ হয়েছিনু ক্ষণিক।
খসে পড়লো বীরত্ব, অনেক ভেবে বলেছিলাম -
সামনে ঈদ আসছে লিখে দেব একখানি কাব্যি।
এজন্মের দেয়া সেরা উপহার, এ দ্বন্দ্বময় দেশে -
ভাগ্য যদি সাথে থাকে নিশ্চয় পাব এক সুদিন।
হিজল মুকুলে কৃষ্ণ চূড়ায় মন্মত মালা গেঁথে -
আঠারোর যৌবনে পঁচিশের বাসর রজনীতে,
হয়নি সে মধুর মিলন, বসন্তের পুস্প রাগে
লীলাপদ্ম হাত, নব শিহরনে মধুময় মধুমাসে।
বিরহের দুঃখ রাতে ভাগ্যের তপ্ত তৈল সেঁকাতে
রন্ধন করি জীবনের সকল অন্ন আর ব্যঞ্জন -
সব শূন্য হতে মহাশূন্য মনে হয়-বাঁচার আশা
সেই সুন্দর মুখ, সুন্দর স্বভাব, সতী নুর উন্নিশা।
হৃদয়ে সে আসেনি গো জাতি ধর্মের জালায়
অপমান বিধ্বস্ত প্রেম ভোগচেয়ে বেশি মধুময়।

প্রিয়তমাসু

পাশে আছি সাথে থেকো
আঁধার জীবনে জোছনা।

বাহুবন্ধনে মুখে মুখ রাখো
প্রাণের সুখ করোনা বঞ্চনা।

হের ওই নীলাকাশ, চাঁদ তারা
সবুজ অরণ্য হলুদ ঘর নদী ঝর্না
অতি সুন্দরী প্রকৃতি নিয়ে বসুন্ধরা
এক সুখী সংসার গড়ার ধারণা।

মর্ত্যের হাসি কান্না বাঁচার স্বপন
হাতে হাত রেখে ক্রৌঞ্চ বাসনা
সুমধুর বাসর মিলনের আলাপন
প্রিয় কথা বলনা শুধু প্রিয়তমা।

এ যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে দিন যাপন
স্বপ্ন আর বাস্তবের অদ্ভুত ছলনা
স্বর্গের চেয়ে সুন্দর ভালোবাসা স্বপন
প্রাণের আরাম, এটুকুই শুধু প্রার্থনা।

হাভাতের স্বপ্ন

ধানের ক্ষেত, আহা যেন পান্না সবুজ
এই সম্পদে অহিফেন নেশায় বুঁদ হল
দক্ষিণা বাতাস, মুনিয়া, টিয়া, শালিখরা
খুশিতে আকাশ আর গাঢ় নীল হল যেন
স্বামী ফেরাতে বেহুলা আঁচল মেলেছে।

স্বর্গ মর্ত জুড়ে - দুর্ভাগ্যের শূন্যতায় চাষা
হাল লাঙ্গল নিয়ে লোনা ঘাম ঝবিয়ে খাটে,
মাঝি খেয়া বায়, বেল, ফুটপাথে হাটে মাঠে
জীবন আর রুজিব জ্বালায় মানুষ দিনরাত
দূর দুরান্তে কাজ করে, এক মুঠো সাদাভাত।

কত মূল্যবান, সমুদ্র মন্থজ্ঞাত সুধার সমান
রুগ্ন সমাজ অবক্ষয়ী যুগ আমার অভিমান,
লাখ লাখ যুগ ধবে মানব মহাহিতে জন্মেছি
হৃদয়ে দারিদ্রতা আর খুদের গন্ধ লেগে আছে
নোবেল চেয়ে খুদ চাই ধামা ভরে ঘরে ঘরে।

হে মহান কবীশ কুল, লেখ ভাতের জয়গাথা
শিশিরের চুম্বনে গোলাপ বাসি হয়ে যাক -
নারী পান মায়ের সম্মান, প্রেম-প্রানের আরাম
দুঃখ শ্লোক ভোরা, দীপ নেভা রাতের কথ কতা
সমস্ত জ্বালা - দেশময় হোক অন্ন বস্ত্র সংস্থান।

প্রেরণা

বুকের ওপর শুয়ে আছে লাখ লাখ
অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের লাশ
কোঁক ছেড়ে কাঁদছে দেশের গণতন্ত্র
নয়নে তবু সেক্স সুরা সাকির বিলাস।

মগজে গীজগীজ করছে অগণিত প্রশ্ন
উত্তর দিতে কী পারো হে পণ্ডিত মশায় ?
অন্যায় অবিচার মানবতার অবক্ষয়।
অশ্রু নীর রক্ত স্রোত - জবাব কোথায় ?

চোখের চশমার পাওয়ার কী বদলান নাই
জেনে শুনেও কী অন্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ?
অভিনয় করছ কালা আর বাবার ?
মানবতা হীন শাসক, দেশ জুড়ে আঁধার।

চিন্তা চেতনা মত প্রকাশ জমিন যেন আজ
অহর্নিশ দুশ্চিন্তা মনো মধ্যে অনুক্ষণ।

ঊষর মরু ময় ঠাই হীন গোবী সাহারা
পাণ্ড রোগাক্রান্ত হৃদয়ে ভূষিত যৌবন।

এখন আত্ম হননের পথে তৃষিত বসুন্ধরা
এ কবিতা রক্ত লেখা, জুল ফিকর প্রেরণা -
আমি নির্বোধ - চুপ চাপ থেকে ক্ষতি করেছি
তুমি নির্বাক হয়ে দেশের কবর খুঁড়িও না।

রমা -তোকে...

এই হৃদয় রুপী মেঘদূত উপহার, শ্রাবণ বেলায় তোমার মন - অলোকা নগর লক্ষ্য স্থল হোক,
এই বিজন দিনের রোমান্স ভাবনায়। শরীর রূপ শহরে তরু-বন-উপবন,
সরোবর নারীর যৌবন সব আছে- তবুও তুষিত মানুষ
জ্বলে পুড়ে খাক হয়, প্রেম জ্বালায়।

কেবল চাই চকিত হরিণীর এক ঝলক প্রেম লিপ্সার চোরা গোপ্তাস্থান।
এই তোকে বিদ্রুপের হাসিতে খুব ভালো লাগেনা, সুখের আষাঢ় ম্লান -
কালের নিয়মে চলে যাবে, খুঁজে পাব, ফাল্গুনী বসন্তপলাশ পরাগ।
আজ পাগল ভাবছিস কিন্তু একদিন আমায় দেখবি শ্রদ্ধায় অপলক।

ভালোবাসা যখন

ভালোবাসা যখন কাঁদায় হেলায়
মুখে রেখো অম্লান হাসি।
ভালোবাসা যখন হারায় তার সুর
বাজাও তমালে মধুর বাঁশি।
ভালোবাসা যখন কন্টক সম
ফুটাও গোলাপ - শতদল
ভালোবাসা যখন অকূলে ভাসায়
হৃদয় রাখো বৈতরিণী স্থল।
ভালোবাসা যখন দুঃখের পাহাড়
ঘুচাও অশ্রু সব অভিমান।
ভালোবাসা যথন কেড়ে নেয় ভাষা
নীরবতা হোক কাব্য আর সম্মান।
ভালোবাসা যখন দুঃখের সুধা।
মরণেও পাই যেন তায় মহাসুখ।
ভালো বাসা যখন গদ্যময় প্রাণ
বিশ্বমানব ভালোবাসার ভিক্ষুক।

স্বপ্ন দেখি

আমার বিশ্বাস জমা আছে সাত জন্ম ধরে
রক্ত লসিকা কেশ ত্বক প্রিয়ার সর্বশরীরে -
পুকুর ঘাট, তাল বাগান, আম্র ছায়া জুড়ে
চোখে হারাই সর্বক্ষণ বাঁচব কেমন করে ?

স্বপ্ন দেখি ছোট্ট সোনা এলো তোমার কোলে
দুখের ভাত সুখে খাব মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
মাস্মি বাপু ডাকবে বসে দুজনার কাছে হেসে
ধন্য হবে এই নব জনম তোমায় ভালোবেসে।

ভালোবাসা কেন কাঁদায় ?

শরীর মনের উদম ভাঁজে ভাঁজে
ঠিক কোথায় ভালোবাসা জন্মায়
জানিনা।
ঈদের চাঁদের মতো সে ভালোবাসা
অনেক প্রতীক্ষার ফসল -
আল্লাপাকের দোয়া না বদ দোয়া
তাও জানিনা।
অরফিয়াস-ইউরিদাইস, মলুয়া
মহুয়া, সবুক্তগীন, কালাপাহার
পদ্মাবতী, আলাউদ্দিন খিলজী এঁরা
সকলেই ভালোবেসে ফেঁসে গেছে
ভালোবাসার অনেক নাম - রীতি
কেউ মা, কেউ বোন, কেউ কন্যা
কেউ এক্কেবারে মনের মানুষ -
কাকতালীয় ভাবে স্বপ্নের নারীকে
নিজের চেয়েই বেশি ভালোবাসি।
রাধা-শ্যাম খুব কাছে আসে, খুব কাঁদে
প্রতিশ্রুতির ফানুস উড়িয়ে প্রয়োজন
ফুরিয়ে যায় - খুব খুউব ভালোবাসা কাঁদে
মধুচন্দ্রিমা, প্রমোদ কানন বন উপবন
এক দিন সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে
সব সুখ সব শান্তি, সব ভালোবাসা তার
অর্থ হারিয়ে ফেলে পূর্ব রাগ হতে মাথুর
সৃষ্টির অমোঘ লীলা জন্ম মৃত্যু মহা প্রলয়
ফুরায় এ জনমের সব হিসাব নিকাশ।
হাসি কান্না চোখের জল - প্রেমের সম্বল
তবু ভাবি - ভালোবাসা কেন কাঁদায় ?

ইলুশন

শত জনম ছুটছি পিছে পিছে
গিরি সিন্ধু মরু নদী সমতলে
সবুজ মাঠ ময়দান গাছে গাছে
চিনতে পারলাম না, অথৈ জলে।

পাখা ভেজা পান কৌড়ির মতো
জবু থবু হাজার হাজার বছর ধরে
কিম্বা নদীর চরে কুড়চ্ছি কত নুড়ি
চিনতে পারিনি অপ্সর জলদেবীকে।

মনপবন নৌকা মধুকর, জীবন ডিঙা
সবই এক এক প্রকার মতিভ্রম - ইলুশন
গড়মাঠে সস্তা বিড়ি ফুকে,গঙ্গাধারে -
ক্ষণিক রোমান্টিক অনুভুতির মায়াজাল।

যৌবনের যাদু টোনায় ক্ষণিক পাশাপাশি
নারী পুরুষের দুরন্ত অবসর বিনোদন -
তারপর ? আহার নিদ্রা মিথুন নবপ্রজন্ম
ধীরে ধীরে নেমে আসে বার্ধক্যের বারানসী।

শ্মশান চিতা কি করবে হয় মহাপ্রস্থান,
স্বর্গ তথা জান্নাত কি দেখেছো ? কেউ না -
মানুষের কর্মফল স্বর্গ আর নরকের স্থান
তবুও প্রেমে দিই সাড়া ছল বল চাতুরী করি।

সব শেষে সব হারানো, দিন চুকানো নীরবতা
আর চাই না এ জনম - আর চাই না কামিনী
হে মহান আল্লাহ তুমি কি সত্যি সৎপথের
মানুষ কে জান্নাত উল ফিরদাউস প্রদান কর ?

একাগ্নি

লক্ষ কুরুক্ষেত্র সাঙ্গ একাগ্নি হাতে জন্ম -
লক্ষ লক্ষ মানুষ ও জীব জন্তুর ভিড়ে -
পাপ আর পুণ্যের মাঝে, বহু চক্রব্যুহ
সময় সাপেক্ষে এ মহা আয়ুধ সৃষ্টি হল।

হৃদয় গহন রাজ্যে, পৃথিবী জয়ী মারণাস্ত্র
কুঁড়ে ঘর থেকে স্বপ্ন আমার ভাসে রাতে
নীল আকাশ ছেয়ে স্বপ্ন প্রদীপ সাথে হাতে
দেখো ন্যায়ের অস্ত্র মহারাজ কর্ণের একাগ্নি।
এই ন্যায্য উত্তরাধিকার জলস্থল অন্তরীক্ষে
যুগ হতে যুগে আমি অনেক তপস্যায় পেয়েছি
ভারতের দ্রুপদী, সব নারীকে আমি সম্মান দেই
কেড়ে খাইনি কারো হক, নারায়ন কুপিত নন।

আজ এ একাগ্নি অমোঘ পৃথিবীর সেরা শক্তি।
আয়ুধ চল বীর এ একাগ্নি নিয়ে একাত্ম হই
জাত পাত ধর্মে বিভাজিত বিধ্বস্ত মহাভারতে
দিনের গন গনে রোদে, সন্ধ্যা তারার আলোতে।

সাথে আছেন ভগবান, স্বপ্নের দেশে জয়গান -
একবিংশে অত্যাচারী সব জাতির পতন নিশ্চিত
স্বপ্ন দেখি দেশবাসি উদিত একতা একাগ্নি হাতে
স্বপ্ন ভেঙ্গে দেখি, একাগ্নি আর একতা অনিশ্চিত।

একটি বৃষ্টি ভেজা দিন

আজ মেঘলা দিনে দুরন্ত বকের মতো
গন্ধ মুছে ডানার, মন-আকাশে উড়ব,
আসুক প্রবল ঝড় বৃষ্টি, হাজার বাধা
জীবন-মোহনায়, প্রেম দরিয়ায় মিশব।

জানালায় ফেকো ঝাপ্সা দৃষ্টি রেখোনা
করো না নিছক আর সময়ের অপচয়,
এ পৃথিবী ক্রমশ পশুপাখি অরন্য শূন্য
জল থল অন্তরীক্ষে মানবতার অবক্ষয়।

স্বার্থ-কুয়াশা ঢাকা সব মনুষ্যত্ব আজ
সত্য সুন্দর মঙ্গল-নিরব এক অভিমান,
আক্ষেপ অবসাদে এ বাদল দিনে শুধু
প্রেম প্রকৃতি হারানো স্মৃতির রোমন্থন।

শখের প্রেম

সেদিন বর্ষা ভেজা খোঁপায় ছিল কদম
বুকে হাজার চাঁদের সুধা মাখা আলো।
খসা তারা সমযেন ছিলেম নিষ্প্রভ
গোলাপ জুঁই পদ্ম পাশে এলোমেলো।

ওগো চাঁদ বদনী ছিলেম শুধুই সেথা
একটু সুখের আশায় দিনরাত্রি ধরে।
আষাঢ় শ্রাবন ফুরিয়ে গেল সকল
অধীর চিন্তায় একলা নদীর তীরে।

চোরা গাঙে উজান বৈঠা হাতে প্রিয়ে
তখন নিচ্ছও খুঁজে মনের অন্য পথ।
আমার ঘর আমার আঙ্গিনা মাঝ হয়ে
চলছে তব নতুন জন্য অভিসারী রথ।
এক মাঘে যায় নাকো শীতকাল কভু -
জীবনে আসে শীত গ্রীস্ম লাখ বাহানা।
ভালো যদি বাসতে নাহি পারো, সৎপথে
ভুলে যেও এই শথের প্রেমের ঠিকানা।

এজীবন ..

এজীবন
এক অদ্ভুত চোরা স্রোত
ফল্গুধারা, জলপ্রপাত যা -
সমাজ প্রকৃতিতে আবদ্ধ
আনন্দ-নিরাশা, আফশোষ।
এজীবন -
শুধুই পরের জন্য তালপাখা বাতাস
কুসুমসম প্রস্ফুটিত হওয়াপ্রয়াস,
এক প্রকার অচল-নিচল উতল বায়ু
সকলকে সৌরভ দান করার স্বল্পায়ু।
এ জীবন-
দুঃখ রাতেব মজ্জা জ্বলা এক অভিমান
হরিষ বিষাদের বুক ডলা ব্যথা অপমান
কঠিন সংগ্রামে জয়ের পাগলা হাওয়া,
দুঃখ দারিদ্রের কষাঘাতে মিইয়ে যাওয়া।
এ জীবন -
কারো কাছে অর্থ যশ মান প্রতিষ্ঠার
এক কদর্য কলের পুতুল অহঙ্কার,
নব প্রজন্ম সৃষ্টির অদ্ভুত মহানন্দ
আহার নিদ্রা মিথুনের জয় জয়াকার।
এ জীবন -
গান বাজনা কবিতা উপন্যাস রুপকথা
গল্প গসিপ কাহিনী কিম্বদন্তীর পাহাড়,
সেখানে মদের মত গ্লাস ভরে পান করি
সৃষ্টি লয়ের - সত্য সুন্দর মঙ্গল, তৎপর।
এ জীবন -
নশ্বর,আশি লক্ষ যোনি জয়ী মানবতা
চ রৈ বেতি ,চ রৈ বেতি এগিয়ে চলা দায় -
দুর্লভ এই মানব জনম, লীলা কমল তাই
সত্য শান্তি দয়া প্রেমে ভজ বিশ্ব বিধাতায়।

ভাবতে ভাবতে...

শ্রাবনের ঝর ঝর বর্ষণ হচ্ছে
মনের রুক্ষ কঙ্কর মরুভুমিতে।
সোনা ঝরা দূর্বা শিশির মনেতে
নীরব বেদনা ধুমল ধুয়াশাজমা।
স্তব্ধ হল জীবনের রোমান্টিকতা
দুইবেলা যেন এক ক্লান্ত সময়।

সকাল বেলার মিষ্টি রোদ অসহ্য
ভাবতে ভাবতে ডুবে যাই অতীতে -
একদিন ভাল লাগতো মিষ্টি চাঁদ
সন্ধ্যা জোনাকির মিট মিটে আলো।
নীল আকাশে তারাদের হাসি আর
একটি সুন্দর নারীর প্রেম ভালোবাসা।

বিক্কেল বেলার মিষ্টি হাওয়ায় বসে
হাতে হাত রেখে পরস্পরে দেওয়া।
একরাশই মিষ্ট কথা সুখের আশ্বাস
স্বপ্ন চোখে অলীক সলীক নেশা।
ক্ষুধা দারিদ্র হতাশা বা মৃত্যু মাঝে
চাই শুধু বাঁচার সম্বল একটু ভালোবাসা।

বৃষ্টি

যুগ যুগ ধরে বৃষ্টির আশায়
তপস্যারত ঋতু সাধু শ্রাবণ।
বুকের মাঝে গোবী সাহারা
তাক্কা মাকাণ মরুভূমি।
এসো বুকে বৃষ্টি, থাবো জল
সুপেয় সুধা কলম হতে।

হাজার বছর তৃষ্ণা মরু মায়া
সমাচ্ছন্ন কল্পণা কুহেলি ধরা।
বৃষ্টির ঘ্রাণ টুপ টাপ শব্দ, গন্ধ
কামিনী কাঞ্চন লুব্ধ বসুন্ধরা -
বন্ধ চোখের আগল নক্ষত্ররা।
পেচক চোখ চার দিকে দেখি।

বৃষ্টি সবুজ সতেজ নীলাকাশ
প্রাণ খুঁজে একরত্তি ভালোবাসা।
লাখ মড়ু ঝড়ে ক্লান্ত বুকে বৃষ্টি
উন্নতি স্বপ্ন বাঁচার একরত্তি প্রেম।
স্বর্গের অপ্সরী স্বপনময় চরাচর
ক্ষুধার অন্ন রোম্যান্টিক অহীফেণ।

এসো বৃষ্টি ঝম ঝম প্রানের আরাম
ভুবনে রোখে যাই সৃষ্টির জয় গান।
পাখ পাখালী তরু রাজি নদী সরবর
ধন সম্পদ পেয়ে খুশি হোক মন।
বৃষ্টি শ্রাবণ প্রিয়া বিদিত ত্রিভুবনে
প্রেম ধন্য কর দাসে এ কাব্য গগণে।

মেহের উন্নিসা

মহুল বনে জমলো নেশা
দুঃখ ভেজা শারদ প্রাতে
আসলো বুকে নতুন আশা
মেহের উন্নিসা।

আঁচলে তব লেগে আছে
শরত-চাঁদের অঞ্জলি
নক্ষত্রে জ্বলছে নীরব প্রেম
বিষাদ বায়ুর উস্কানি।

আঁধার রজনীর জোনাক
আলোর বসন্ত নিঃশ্বাস
জাত -বেজাতে খেয়ালিপনা
নিছক নাভিশ্বাস, কদম সুবাস।

কুন্তলে শিউলি শারদীয় ঘ্রাণ
পদতলে ঘাস ফুল, কুঞ্জ ছায়।
ওগো অপ্সরী প্রাণের আরাম
শূন্য এ মোর শ্যামল আশ্রয়।

হৃদয়ে মাখা নির্মল খুসবু হায় -
আকুলি বিকুলি জীবনের গান।
হিন্দু-মুসলিম আত্ম দ্বন্দ্বে পড়ে
চোখের পানিতে লহ অপমাণ।

ফাগুনী বসন্ত

পলাশের বনে বনে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে
মন উড়ু উড়ু ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে।
দোয়েলের শিষ শুনে শিশিরের আঘ্রানে
দখিণা ফুরফুরে বাতাস উঁকি দেয় দূরে।

কদমের সারি ছুঁয়ে বকুলের সুগন্ধ সুখে
নেমে পড়ি সোনালী হলুদ ঘ্রাণ সর্ষে খেতে।
আম বনে মুকুল ঘ্রাণ, সবুজ আলু ক্ষেতে
চড়ুই শালিখ কুজন আর কোকিলের সাথে।

শীত মুক্ত হৃদয় শরীরে মনে নতুন ফিরে দেখা
নতুন শক্তি আমেজ পৃথিবী নব যৌবন মাখা।
ডাকছে ময়ুর ময়ুরীকে মৃগী মৃগকে খুব কাছে
কাউয়া চিল কাদাখোঁচা সব প্রাণী বসন্তে নাচে।

যাত্রী

নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে আসা শুধু
এক গুচ্ছ কাজ আর দায়িত্ব -
মা-বাপ স্বজনের কাছে অবনত -
পৃথিবীকে শুধুই করবে শোষণ ?
প্রাণী-উদ্ভিদ জগতে হবে নির্দয় -
ভগবানের পেতে চাও ভালোবাসা ?
ওরে দুষ্ট চোখ তুই হায়নার মত -
লোভী তাজা পচা গলা সব মাংসের
নেকড়ের মত আদিম নগ্নতায় শুধু
ছলে বলে কৌশলে আত্ম তৃপ্তি লাভ ?
ভাবতে ভাবতে ঢলে পড়ি অহিফেনে -
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে নেমে আসে
কাল পেঁচা-বিদ্রুপে বলে চুপ কর নশ্বর,
পারের ডাক এসেছে -ভব নদীর পারে।
অচিন গাঙ্গে কানাহ্নির তরী ডাকে তোরে -
আছে কাছে পারের পাথেয় ? পুণ্যি কোথা?
সোনা গয়না টাকা কড়ি চলেনা সেথায় গো,
কেঁদে মরি পায়ে পড়ি বাচাও বাঁচাও রব -
শ্রীরাধার পায়ে পড়লে মিলে কিছু পুণ্য ভাগ।

তিলোত্তমা

তিল তিল করে তিলোত্তমারূপে এঁকেছি
মনের ক্যানভাসে, রামধনুর সাত রঙে।
ক্ষণিকের কল্প সুখ, বর্ষার ভেজা কবরী
কদম, বকুল পলাশের ঘ্রানে খুব মিস করি।
নির্জন দুপুর, তরুচ্ছায়ে, আমচুর মুড়িতে
ক্ষণিক হস্তু স্পর্শের যাদু লভ ইউনিভার্সিটি।
লাখ লাখ বছর বঞ্চিত সাহারা মরু বুকে যেন
নব আষাঢ় বর্ষণ সম তোমার ক্ষণিক উপস্থিতি।

বুড়ো হর সম শত শত বছর গৌরী প্রেম লিপ্সা
পৌষের থেতের নিম পেঁচার মত বড় দুঃখী।
সহস্র বছর সাধু বক হয়ে মাছ খাই লুকিয়ে তবু
রাধার সন্ধান পাইনা, মনে হয় জনার্দন কপট।

মতি ভ্রমে মচ্ছ কন্যার কুহেলিকায় কস্তুর মৃগ
সব রোমান্স, সব প্রেম ডুবে যায় উদম শরীর।
আদিম নগ্নতায় মানি -পত্তের-সেক্স-স্পেসিস
সুরক্ষার উদগ্র জান্তব জটিল কামনার খেলাঘরে।

অকলঙ্ক

ভালোবাসি আমি কিবা আসে যায় ?
ভালোবাসো কিনা বাসো আমায় -
যুগে যুগে ভালোবেসে ধন্য এ ধরায়
তুমি বাসো কিনা ভালো কি আসে যায় ?

লাখ লাখ মেঘের কচি ডানা গাছ ফুল
ঘাস ধ্রুব তারা পথ দেখায় আমাকে
অমানিশা পূর্ণিমা দিবরাত্রি নক্ষত্ররা
নিস্পাপ ভাবে ভালোবাসে সব আমাকে ।

ক্ষুধার খুদ শাপলা শালুক খেসুর ভ্যাটুক
খেয়েছি গো যুগ যুগ ধরে দিবস রাতে
হাজার দুঃখের রাতি সয়েছি অনেক কষ্ট
বহু উচ্চাকাঙ্খা আর স্বপ্ন ঘিরে থাকে।

একবেলার ভাত ভাগ করে খাই দুইবেলা
প্রেমটার দিইনি কাউকে কোন ভাগ -
শুধু তোমায় ছাড়া একটুও বাঁচবনা গো
দুমুঠো অন্ন কাতর প্রেমে এ কলঙ্ক দাগ।

পুরুষ প্রদক্ষিণ

আকাশে বাতাসে পাই শুধু মেয়ে মানুষের
রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শের যাদু টোনার গন্ধ -
মানি পাওয়ার আর সেক্স এর রযাট রেস তে
ভরত কিম্বা বীর লক্ষণের মত হবেনা পুরুষ।

পদ্ম যোনি না পেত্নি যোনি তাই নিয়ে মশগুল
পৃথিবীর সব নরকুল সেই সাথে অকাল বসন্ত -
অকাল রতি চর্চা ঠাণ্ডা ঘরের ফটও নেটে চাটে
গেল বুঝি পুরুষ সমাজটাই এক্কেবাবে বাকফুটে।

এদিকে ছোট ছোট পোশাকে ঘুরে বেড়ায় যুগের
সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী উর্মিলা মান্দবী শ্রুত কীর্তি,
রক্ত নেশায় মাপের মত গর্জে ওঠে ক্ষীণ পৌরুষ
দিবস রজনী অলি গলি জুড়ে নেশা পেশা হয়রানি।

ভুলে যায় মানবতা বিবেককে মাতা কে কামিনী
ঝিলামের বাঁকা স্রতে অস্তমিত পুরুষ অহঙ্কার।
এ ভারত আর ফিরে জাগবেনা আর দানবীর কর্ণের
সে পরাক্রম অহঙ্কারে - আপণ পৌরুষ ছাড়া ধর্ম।

ছাড়া আর যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার -
পত্নী প্রেমী রঘুনাথ, ব্রহ্মচারী হনুমান, বীর বলরাম,
গালব, সত্যকাম, পরশুরাম, ধর্মপাল, রানা প্রতাপ
এসব পুরুষ জাতির গর্বের ব্যক্তি নাম গুলি শিশু পাঠ্য।

এই নতুন যুগে আমিও খুঁজি বরষার খোঁপার কদম ফুল
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা না খেয়ে খাই লাখ লাখ চুমু,
হোম সাপ্লাই থেয়ে কোমর বেঁধে প্রেম করি গড়ের মাঠে
দিন কাটে রাত কাটে হোয়াটসআপ ফেসবুক লভচাটে।

চাঁদের হাসি

বেত্নি ডাঁশার চরে, কাজল দীঘির পাড়ে কিম্বা
রূপ শালি খেতে ঘাসের বিছানে গাইনি কভু
সুখ, দুঃখ কিম্বা প্রেমের কোন সরস গান।
আমার মা এক বেলা না খেয়ে আমার মুখে
তুলে দিতেন দুই বেলাৰ শাকান্ন কলার পাতায়।
ছেঁড়া পাতির মাদুরে গোবর নিকানো উঠোনে
মা পোয় চাঁদের জোস্না দখিনা বাতাস পেতাম।
মা গাইতেন - খোকন সোনা চাঁদেব কণা গান
জেঠামণির গলা পেলে মায়ের গান থেমে যেত।

আমি সম্বিৎ হারাতাম কিছু বলার ছিলনা তখন
মাথার ওপর থেকে উড়ে যেত রাতের বক বাদুড
নিচে ধান খেতে শব্দ হত ছফাৎ ছফাৎ ঝপাস।
দূরে ডাকত শেয়াল হুক্কা হু হুয়া হুক্কা হুয়া -
প্রতিবাদী কুত্তাব দল উচ্চস্বরে ডাকত ঘেউ ঘেউ
বাঘ বাগ্রুলের ভয় খেয়ে খড়ো ঘরে ঘুম আসতো।
সে এক দুঃখের মাঝে সুখের সুন্দরতর জগত -
শত জন্মের পুণ্য বলে সামান্য সংখ্যক মানুষ পায়।

বিশ্ব সংসারে বাপ মায়ের আদর স্নেহ মেখে মেখে
একদিন নাবালক হতে সাবালক না, বেশি নাবালক
কিছু একটা হলাম কিন্তু পেলাম না শুধুই সেই -
স্নিগ্ধ মনোরম জোছনা মায়ের চাঁদের হাসির রাত -
নিস্পাপ ভালোবাসা নিঃস্বার্থ কমলসম হাতের স্পর্শ।
সংসারে মা ছাড়া সব নারীবোধ হয় স্বার্থান্বেষী -
মাযের মৃত্যুর পর প্রথম যৌবনে হাজার নারী মহিমা
গবেষণা করে বুঝতে চেষ্টা করেছি তিল তিল করে।

কারো কারো মাথায় কবরীতে পরিয়েছি বর্ষার কদম
বুক ভরা ভালোবাসায় অঞ্জলি ভরে দিয়েছি গোলাপ।
কিন্তু কেউই তারা যৌনতা উত্তীর্ণ এক পশলা স্নিগ্ধ
সুন্দর সময় পরিবেশ ভালোবাসা দিতে পারেন না।
শান্তির নিদ্রা খুদের থালা, চাঁদের হাসি দূর অস্ত।
আজ অর্থ বিত্ত মান সম্মান অনেক পেয়েছি তবুও
সেই ছায়া সুনিবিড় মাতৃ স্নেহ দরিদ্র কুটিরে স্বস্তি -
নিকানো উঠোনে মাযের পরশ চাঁদের হাসি দুর্লভ।

হাজার বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে

যতই আসুক বাধার হাজার পাহাড়
একেক করে ডিঙ্গিয়ে যাব আমি।

রাক্ষস রাজ্য সাগর রাজার দেশ কিম্বা
স্বর্গের ইন্দ্রলোক জিতবই নিশ্চিত।
লাখ যুগ ধরে আমি আছি ভীষণ দুঃখী
তোমায় ছাড়া আর বাঁচব না আমি,
হাজার বছর ধরে চলছে খুব সংঘাত
একাকী কাটাচ্ছি তবু হাজার বাসর রাত।

পায়ের নীচে উসর সাহারা মরু ভুমি
মাথায় সূর্যের গনগনে ধান শুকানো রোদ
ঘাম ঝরা তনু দেহ নিত্য সান্স স্ট্রোক -
বুকের মাঝে তৃষ্ণা জমা প্রেম শূন্য বুক।

আঁধার লাগছে লাখ লাখ চাঁদনী রাত
চার দিকে শাকচুন্নি শেও পেত্নি দত্যি দানো -
একেক করে কাড়ছে সুখের সকল দিন,
গো ভুত, মেছো ভুত ঘোড়া ভুত কিম্ভুত সব।

লেগেছে পেছনে প্রেমের চিরকালীন শত্রু
তবু অনড় অটল হিমাদ্রি সম থাকব -
লাখ লাখ সুন্দরীর আর কুৎসিতের ভিড়ে
হে সাত জন্মসাথী শুধু তোমায় ভালো বাসব।

চোখের মণি থাকতেও

চোখের মণি থাকতেও আমি সূর্যি কানা,
ভালো আর মন্দের ব্যাবধান নিয়ে জ্বলি
প্রেম রূপ মায়ামৃগ অন্বেষণে শ্রীরামের মত -
অযুত সীতার হেতু হাজার রাবণের বিষ নজরে
জীবন নদীর তীরে থৈ-হীন জলে বিপন্ন কূর্ম সম।

তুমি হলে কমলে কামিনি, হিন্দু সাগর জলতরঙ্গে
শালিবাহন রাজরা চিরকাল অবুঝ দৈব ক্রীড়াচ্ছলে
পদ্ম পাতায় গিলছো হাজার পুরুষ মতি লাথ হাতি
আমি শালুক পাতার নীর বিন্দু সম সদাই টলমল।

নির্নিমেষে তোমার পানে চেয়ে ওগো স্বপ্ন সন্দর্শন
মাথার কিরা স্বপন বাসর ঘরে রইলে নদীর ঢেউয়ে
পদ্ম ডাঁটায় পদ্ম পাতায় শাপলা শালুক মউবনে।
বুক ফাটা লাখ নিঃশ্বাসে হদিশ পেলেম শেষে ওই।

নবনী নিন্দিত বাহু আজানুলম্বিত কেশ সাদা বকের
দাঁতের হাসি, হৃদয় উর্বশী, যৌবনের উপবন আর
গঙ্গা যমুনা বইতরিণী বান প্রস্থের কাশী বৃন্দাবন -
এত দিন স্বপ্ন সার সন্ধ্যা ধ্রুব তারার আলো কিম্বা
লাখ লাখ যুগের নেশা লাখ শুক তারার নীচে থাকা।

ফুটো ছাদে কুড়ে ঘরে জোনাক আলোয় খুদের থালায়
দুখের নদী সাগর হয় নীল যমুনায় আফিম নেশায় -
তবু থাকে সর্বনাশা প্রেম রুপের নেশায় অপ্সরীদের
মিথ মায়া যাদু টোনায় জীবন জ্বালায় মিঠে বেলায়
সাত জনমের খেলাঘরে কামনার নিঠুরতম পরিহাসে।

রতি সুখ সারে...

কল্পনার অভিসারে তেল্ভরা গ্যাস লাইটের মতন হঠাৎ
প্রেমাগুনে জ্বলে উঠে মুষ্টি ভিক্ষা চেয়েছিনু একজন -
পুণ্যবতী সতীর দুহিতা সকাশে লাজ নম্র মুখে যুক্ত করে।
হাজার জনমের পুণ্যবলে নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোয় বেঁচেছে।

সেদিন ন্যূনতম পুরুষের সম্মান যদিও বুকে বিষান বাণ।
সিঙ্ঘীর পদধ্বনি খস খস নতুন জুতার শব্দে বড় ভয় ছিল
ব্যাধ যাদু জালে পড়া সুগন্ধি নাভির কৃষ্ণসার হরিণের মত,
লাখ লাখ যুগ খোলা আকাশ জোছনার নীচে ঘাস-ঘাস্কুলে।

ধান গাছে গাছে বিনিদ্র রাতের পেঁচার মত জঠরের জ্বালায়
বিলগ্ন যৌবন হাজার অপ্সরীর ভিড়ে মানবের মহারণ্যে পশু।
চারিদিকে কুজঝটিকায় খেইহাবা রুপের পাথারে প্রতীক্ষায়
তবু মরু সাহারাময় তুষ্ণা কাতর মৃগ কণ্ঠে মেলেনি তৃষ্ণা বারি।

এই পৃথিবীর আলো দূচোখে আঁধার মম হবে তোমার আমার
সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, মেঠো মাছের মত শীতের সময়।
জীবনের সব বসন্ত সেদিন মুছে জাঁকিযে আসবে শীত-শমন
ওগো ধন রুপ মোহ নিয়ে করো না সৎ মানুষের অসম্মান।

ঈশ্বরের খেলা ঘরে রতি সুখ শান্তি পরম করুনাময়ের আশীর্বাদ -
ঝরে যাবে রুপ যৌবন খেতের শস্যের মত ফুরাবে সব সুঘ্রান।
নব কালের ইচ্ছায় নব প্রজন্মের কাছে তুমি হবে অপরিচিত
কনক কান্তি আভুষণ খ্যাতিমান পৃথিবীতে হবে ক্রমশ বিস্মৃত!

সম্প্রীতি

হাজার বছরের সম্প্রীতি ভাঙতে
একটি সন্দেহ ঢুকানোই যথেষ্ট -
কাঁচের শিশির মত টুকরো টুকবো হবে
দুই থেকে দুশ কোটি হৃদয় আর মন।
ভুলে যাবে অতীতের সুসম্পর্কের -
এক লক্ষ চান্দ্রমাসীপ্রেম অনুক্ষণ।

মিলন তিথি মধুবেলা মিলন বাসর ঘর
অকাল ঝড় বর্ষণ বজ্রে ভাঙবে খরতর।
ছিঁড়ে যাবে সুতা দড়ি মিলন সাঁকোর বাঁশ
তোমার আমার জনম ভুমির চরম সর্বনাশ
আল্লার বিরুদ্ধ কাজে ইবলিশ সদাই তৎপর
বোঝেনা মানুষ বুঝেনা - শয়তানি সমাদর।

ও গো দেশবাসি - বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
খনেক হাতে দড়ি - ক্ষণেক চাঁদ-বিসম্বাদ।
চারদিকে কাদামাটি ছাড়াই আর উতরাই
সাবধানে পা ফেলো - পথ দূর বহুদুর
সামলে চল হে - ভারতবাসি ভাই ভাই
ভেদাভেদ ভুলে যাও, এ পথ দুর্গম বন্ধুর।

তমালিকা

দুই নয়নে হঠাৎ দেখি কাজল কাল মেঘ
দিবস যামিনী দুইই আঁধার হৃদয় কুটীরে -
আকাশ বাতাস চাঁদের আলো ভালো লাগেনা।
স্মৃতির পাতা আঁকড়ে ধরে অনন্ত প্রতীক্ষা
সুখ পাখি গেছে উড়ে আসবে ফিরে কবে ?

এই যমুনার ধার পাকুড় শাখে ঘুরত পাখি
তমাল তলে যমুনা জলে গাইত গানের কলি,
বাজত সে সুর হৃদয়ে হৃদয়ে গোপ বৃন্দাবনে
অনন্ত সে গান, জীবনের সব কিছু অভিমান -
মুছে যেত, মলয় সমীরে জুড়াত ক্লান্ত শরীর।

দূর আকাশের নীল নীলিমায় উঠত পঞ্চমী চাঁদ
জন্না মাখা ছাতু রুটি পলান্ন কী খুদ ভাত ডাল -
দই নবনী ঘি মধু খাইনে গো আর তোমা ছেড়ে,
ওগো যমুনা কুলীন শ্যাম গোঠের রাজা গোপাল
সুদুর দ্বারকায় করছো রাজত্ত সুন্দর স্বপ্ন প্রাসাদ।

অযুত সম্পদ লোক জন সুন্দরী নারী সমাগম
কিসে তার এতো অহঙ্কার জানিনা হে প্রাণসখা
নিয়ে গোয়ালিনী মন খেলে ছো সারা গোপ বৃন্দাবন
হেনেচ কঠিন শক্তিশেল আর মৃত্যুবাণ জানো কী ?
হের ওই তমাল তল তোমার বিহনে আজ ফাঁকা।

শূন্য শূন্য মহাশূন্যময় পাকুড় শাখায় শাখায়
গায় তব অমিয়া গুনগান কীর্তন সুখ শারী পাখি
অশ্রু নীরে ভাসি বুক ফাটা আর্তনাদ যন্ত্রনায় -
সুখে থেকো যেখানেই থাকো হে প্রানের আরাম
রহিব যুগে যুগে প্রিয় তোমার অনন্ত প্রতীক্ষায়।

খিচুড়ি

জীবনের শত বাধা আর অভিমান
বক রাক্ষসের মত আমাকে গিলছে,
অর্থ মৃত শরীরের হৃদপিণ্ড ছুঁয়ে
প্রকাশ পায় পৃথিবীর সকল আবদার।

ক্ষমাহীন অবসর বিনোদনের প্রেম
বাসা বাঁধে নিম নিসিন্দার গাছে গাছে,
তবু এক দুরন্ত মন খুঁজে এক চিলতে
আশ্রয়-জীবনের ভাঙ্গা খাঁচা থাকে পাতা।

মুক্ত বিহঙ্গের আগমন গভীর প্রত্যাশায়
বাৎসল্য কৈশোর যৌবন পার হয় কত দুখ,
দারিদ্র হতাশা বেকারত্ত জীবনের অলঙ্কার
কোটর পেঁচার মত সমাজের অচ্ছুত হয়ে।

বিলগ্ন যৌবন যাপন শুধুই স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ
অথবা বেঁচে থেকে মৃতদের মত নরক ভোগ,
তবুও স্বপ্ন মন পবন ময়ুর পঙ্গী হিজল দহে
সুশীলা লহনা খুল্লনা দময়ন্তী সাবিত্রী সকলেই।

মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর শুধুই একলা ঘর
স্বর্গ মর্ত বরুন হুতাসন বাধা কমলা আমলারা,
সব স্বপ্নের স্বজন নেমে আসে ফুটো ছাদনীচে
খুদের ভাত, ছাতু, চিড়ে গুড় খিচুড়ি পাতায়।

গ্রহ নখত্রের আর রাশি চক্রের দোহাই দিয়েই
ম্লান আলোয় অন্তিম যাত্রার পিণ্ড গ্রহন করি,
ভুত লোক প্রেত লোক ত্যাগ করে স্বর্গ ভিক্ষা
নতুন করে নতুন প্রজন্ম কে সর্ব হারা করার।

ছলা কলার লোকাচার-কুলাচার অত্যাচার
ছাড়া অন্য কিছু নয় সুখ স্বপ্নে শান্তি শ্মশানে -
গাল গর্ভ বুলিতে নিরন্তর বহমান শত অভিমান
অলস সময় কাব্যরস সুরাপাত্র সুঘ্রান অনুক্ষণ।

অগ্নি আঁখ রে

শরীরের উদোম ভাঁজে অভ্র আড়াল প্রাচীর
সিন্ধু সেঁচে আন মুক্তা চোখে হারাই মানিক,
স্বর্গ বেশ্যা উর্বশীদের বুক কাঁপানো রুপে
ঝড় তুলেছে চন্দ্র সূর্যে জোনাক বুকে বুকে।

এমন দিনে লাখ তারার নীচে ফুটো ছাদে
মাদুর পেতে জোসনা মাথা পূর্ণিমা চাঁদ রুটি,
কাচ্চা বাচ্চা ঘরে চোখের জলে সিন্ধু নীরবতা
পেটের ক্ষুধা রুপের ক্ষুধায় দ্বিগুন জ্বলা চোখ।

পাতাল ঘেরা বুকে তথন নরকের সকল দুঃখ
খুয়া ভাঙ্গা শ্রমিক জীবন অর্থহীন বিষাদময়
উদ্যান ফুলসম সৌরভে ছড়ায় গুপ্ত অভিমান
নষ্ট ঘরে কষ্ট, ভ্রষ্টাচারী দেশে ঝড়ের নাভি খুঁজি।

মেঘ রোদ্দুর বজ্র নিনাদে অগ্নি আখরের সন্ধান
ভাঙা আয়নায় মুখ দেখি গো বাজ রাজেশ্বর,
লাখ হর-গৌরীর সংসার ভাঙ্গে শুধু শ্মশান বাসর
আমি তিতা কাব্য তিতা তবু এ ভারত দেশ মহান।

পরশু রামের কুঠার

উজ্জয়িনী অলকার হৃদয় কুটির হতে
এ শতাব্দীর অগ্রভাগে অবিশ্বাসী কালো
অপরিচ্ছন্ন ছায়াময় স্বপ্ন জাল বোনার
ক্ষুধার্ত কিন্নরের শোকাশ্রু অশনি সঙ্কেত।

মাথায় চড়ে বসে স্বর্গ বেশ্যা কিম্বা রুপজীবী
পৌঁছে যায় স্বর্গ দ্বারে আঁচলে বাতাস বেঁধে
শ্বাস রোধী অস্বাস্থ্য কার্বন চুষে প্রাণে টিকে
লাখ লাখ গরীবের গৌরী শঙ্করের প্রত্যাশায়।

দিনের ক্লান্তি থেকে নিস্তার নেয় বাসায় কাক
তমশার গাঢ় আলিঙ্গন নিয়ে মুক্ত মেঘবালার
খেলা ঘরে দিগ ললনার লুকো চুরি অবিরল
রুটি আর রুজির লড়াই ক্লান্ত অশান্ত যৌবন।

নারীর রক্তে লাভা স্রোত পুরুষ সর্বনাশ পতন
শিশুর খাদ্য অঙ্গ হয়ে যায় রতির তরঙ্গ থান
জননী আর কামিনীর ভেদ হারিয়ে ধার পায়
পরশু রামের কুঠার হাজার বছরের মাতৃঘাতী।

সব মানুষ মান-হুশ হারিয়ে আশ্রয় নেয় নগরীতে
দিনে দিনে বাড়ে লাখ লাখ পাপের বোঝা আর
নুন খেযে গুন গায় ধনীর সুপুত্র সব মত্ত উর্বশীতে
অলীক সলীক কীট দষ্ট সভ্যতার নগ্নতা ছারখার।

জীবনানন্দ

জীর্ণ পাতার মত ঝরে যাব একদিন
প্রকাশ্য নক্ষত্রের আলোয় কিম্বা
নিশার গাঢ় অন্ধকারে নিঃসঙ্গ যাত্রা
পাপ আর পুণ্যের হিসাব ভাগ নেবেনা
পুত্র কন্যা প্রিয়া মাতা পিতা প্রিয়জন।

নশ্বর মানব দেহ নিয়ে তবু কত লোভ
কত প্রেম ভালোবাসা আজানু শরীরে
অথবা শরীর জুড়ে স্বর্গ সুখের উল্লাস
সব স্বর্গ-জান্নাত আছে ওই দেহ জুড়ে
বুঝি প্রতি অনু পরমাণু মনের গভীরে।

মিথ্যা শুধু মানুষের কাল চক্র ভেদাভেদ
চোখ বুঝি মনে হয় রেহেনা পামেলা অমলা
সব শরীরে খুসবু প্রেম মন্দাকিনী বারিধারা
আমি লোটায় লোটায় সারাজীবন পান করি
হে জীবন জীবনান্দে পান করি প্রেমসুধাধারা।

হাজার নকশী কাঁথায়

হাজার নকশী কাঁথার মাঠে নীড়হারা সারি
পাখির মত শুকের বিরহজ্বালা বক্ষ মাঝে
লাখ রুপাইয়ের বংশী ধ্বনির স্বপ্ন লহমায়
সাজু সতীর ভালোবাসা আজও পথ দেখায়।

অন্তরে অন্তরে জ্বালা নিঠুর যৌবন উতলা
বঙ্গ ললনার বেদন সাথী নকশী কাঁথার দিশা
দারুণ নিঠুর বিধি গাঙ চিলের মত নির্দয় যেন
দুই হিয়াবেদন যেন খুশির চন্দ্রহার তাঁর কাছে।

ফাল্গুনি দোল পূর্ণিমা, মৃদুল মিঠা মাধবী রাত
বিরহ যামিনী, পরাণ প্রিয়র আগুন সবকিছু
অদ্ভুত বিধির বিধান-দিক -হতে-দিগ দর্শন
প্রেম যেন-চিকন কালো কালাচ সাপের কামড়।

রুপ রস গন্ধ শব্দের অস্তিত্বের মাঝেশুধু সমন
কিম্বা শমনের প্রাক্কালে মানিক নেশায় মহানিদ্রা,
জুঁই কদম হান্নুহানা রজনী গন্ধার ঘ্রাণ মেখে চলি
মহা শূন্যের যাদুকরী ডাকে সতী সাজুর কাঁথায়
রুপাই মিয়াঁর বিষ বাঁশির মহাকাল দংশন জ্বালায়।

তবুও নক্ষত্রের আলোয় বসন্ত বউরী পাখির মত
প্রেম কেঁদে খুঁজে প্রাণের আরাম-বউ কথা কও
ইং-মার্কিন-চৈনিক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে ফসিল হয়
চন্দ্র মঙ্গল অভিযান ভুলে যায় সব কিন্তু সাজু আর
রুপাইদের যুগজয়ী প্রেম অমর অপ্সরমন ভাবনায়।

গুবাক গুঞ্জ

হৃদয়ের হিমেল পরশে রাশি রাশি দ্বীপ
জ্বলুক বা না জ্বলুক অনন্ত বাসর সুখ
বগা আর বগির মত একান্তে কুলায় -
কিম্বা রাতের পেঁচার মত পেঁচির ডাকে
বুক ফেটে যেন অশ্রু ঝরে শ্রাবণ ধারায়
কদম্বের মুলে যমুনা তলে গামা হিজলে
বসন্ত নিশীথে আর শ্রাবনের অমানিশায়
অলক রাশি বর্ষার কদম বেধে ক্ষণ বিরহ
যক্ষ রাণী সম কিম্বা পক্ষী রাণী সমযেন
চিত্ত মাঝে বেহুলার নুপুর নিক্কন বাজিয়ে
এসেছিলে প্রানের আরাম কামিনী কাঞ্চন।

ঠিক সেই যুগসন্ধি কালে দূরে বেনু বনে
এক ফালি পঞ্চমীর চাঁদ নীল গগন মাঝে
তরুচ্ছায়ে নীরব আনমনে বড় অভিমানে
ছল ছল নয়নে কুমড়ো ফুল বকফুল ঘ্রাণে
বরিষার শালুক শাপলা ফুলের সুবাস মেখে
আসমানি মেঘ জাল বকুল শেফালি তেজে
আনন্দে বিষাদে নীড় হারা নতুন বাসা গড়া
পাখির মত জীবনে খেলা ঘর সময়ানুসুতে
বিজন আলেয়া প্রদীপ বিধাতাবপ্রজ্বলিত
তবু হৃদয় কবেনি কথা,কথা নয়নে নয়নে
হয়েছিল হে অনামিকা গুবাক গুঞ্জ নেশায়।

শীতের ওড়নার মত আমার অমিয়া পীরিতি
বটের ঝুবির মত থাবা গেড়েছে মন মন্দিরে
উদিত আশার স্বপ্নের মায়া মরীচিকা তৃষ্ণায়
ফুল্বনে সমীরনে যামিনী কিম্বা দিবাভিসারে
যদিও হাল ভাঙ্গা নাবিকের মত দিশা হীন
এ প্রেম এ সংসার পারেনি ভোলাতে নক্ষত্র
কিম্বা হাতার জোনাকই এবং আলেয়ারা,
তবু প্রেম বাঁশি অষ্টাদশ চুড়ির শব্দ ঝঙ্কার
ভুলায় ভুবন মহুল বনের পথে খুজি সেই
লাখ লাখ যুগের প্রেম এক সময় ঘুম ভাঙে
সকল স্বপ্ন দ্বীপ নিভে যায় কাব্য নেশা কাঁদে
স্বপ্ন মহুয়ার অনন্ত অভিসারী কল্পরাজ্য ময়।

ফাগ

দোয়েলের শিসে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি ফুটেছে পলাশ শিশিরের স্বাদে
স্বপ্নের রামধনু রঙ আঘ্রানে পিচকিরির উৎসবে মেতে গ্রাম নগর সব
জল কল্লোল দেখে পায়ে পায়ে চলি পেঁচার মত মুখ নিয়ে সুন্দর ভিড়ে
উল্লাসের নগ্নতায় বকের মত সাদা পোশাকে, ময়ুর পুচ্ছ নেওয়া কাক।

ভালো কি মন্দ লাগলো সে যোগদান তা তারাই জানে ময়ুর পুচ্ছ তবু
উৎসাহ দিল কার্তিকের সর্বহারা কাকের মত নিজে নতুন করে দেখা
শত জনমের শত্রু ভেবে কেউ কেউ রাখে দ্বন্দ্ব মিতির নব নিশানায়
চাঁদ আর জোছনার মিলনের মাঝে গায়ে লাগলো রঙের এক গোলা।

সে জল কামানের প্রলল আকর্ষণ মনে হল আঘাত নয় মেয়েলিপনা
শ্রীরাধা - এমন মেয়েলিপনা বিছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায়
নষ্টামি দুষ্টুমি ফষ্টিনষ্টি এই শব্দ গুলির সাথে মিলিয়েই প্রিয়ার শরীর
সংসার সমাজের বন্ধনে বহু পুরুষের হাতছানিতে স্বার্থের ঘেরাটোপে।

গোধূলির ম্লান আলোয় ফিকে হয়ে যায় জীবনের সব ফাগ সব রঙ
তিতি-বিরক্ত নিদাঘ জ্বলা কাকের ঠাইহীন দিশাহীন রূপে মনপিয়া
হাল ভাঙ্গা হতাশ নাবিকের মত খুঁজে ফিরি অন্য দিশা অন্য মোহনা
ভালোবাসা অন্য নতুন শব্দ পরিভাষায় রুপ নেয় - অদ্ভুত বন্ধুতায়
বসন্ত বাতাসে আমবনে বাঁশ বনে অন্বেষণ করি রক্ত রাঙ্গা পলাশ।

সেই পলাশে সাজা স্বপ্নের অপ্সরী নারীর পায়ে দেব একটু আবীর
ফাগের রঙ্গে মেতে লোক ভুলানো কত্ত স্নেহ শ্রদ্ধা অধ্যাত্ন করেছি
জলজান্ত রক্ত পলাশ প্রিয়ায় সাজাই স্বর্গ-মর্ত্য সেরা অপ্সর নারীতে
ফুটেছে পলাশ বসন্ত, হৃদয় জুড়ে শুধু আবীর ফাগ রক্তে রক্তে যেন
ঢেউ খেলে শিশির বকুল অঘ্রানে পরাভুত প্রেমের নতুন রক্ত রাগ।

ভুবন ভার

ধুসর মগ্ন চিন্তা মুখর হয়ে আসমানের চাঁদ
ঝিলমিল জোছনায় ভাবুক শেয়াল পণ্ডিত
দায়িত্ব হীন অসার তৎপরতা যাদু মায়াজাল
নক্ষত্র, নদী, জোয়ার ভাঁটা নিয়মের রাজত্ব
তোমার আমার হাতেই শুধু নেই ভুবন ভার
নগর -জঙ্গল -গাঁ -ই- সাগর- পৃথিবী সবার
লাখ লাখ প্রাণী উদ্ভিদ দেব দত্তি-যথ-বক্সের
সকলের সাথে জীবন মৃত্যুর এক খেলাঘর
শুধু তোমার কি আমার নেই ভুবনের ভার।

ওই দেখ নক্ষত্রের আলো শুষে ফুটে ওঠে
বর্ষার কদম ,ভেজা খোঁপায় অপ্সর ভূষণ
সন্ধ্যা রাগে খসে পড়ে বাসর বকুলর ঘ্রাণে
শিউলি কাশে পেঁজা মেঘে উতল হাওয়ায়
সেজে ওঠে ত্রিনয়নী শরতের দেবী দুর্গা মা
শিশিবেব হিমেল পরশে ফোঁটা শতদলের
নেশায় লাজ নম্র হৈমবতী, নবান্নের সুগন্ধে
নেচে ওঠে সালিখ চড়ুই মুন্নি ঘুঘু ঝাঁক ঝাঁক
ঘন বরষায় শাপলা শালুক আলতি প্রফুল্ল
পৃথিবী যেন মহা নিয়মের স্বপ্নময় রাজত্ব।

এতে রাতের নিম পেচা, দিনের সারস সম
সকলেই সকল কে চিনি জানি কেউ যেন
কাউকেই চিনেও চিনি না-ভুবন দূর অস্ত
শৈশবে মাতৃ স্নেহ, যৌবনে প্রেম তাই বসে
করি পান, স্বর্গের অমৃত সম মৃগ তৃষা বুকে
নিস্পাপ চাঁদের কিরণ সম মরুময় জীবনে
গাংচিল হয়ে সব গিলে খাই শত জন্মের প্রেম
ষোড়শীর সুগন্ধি তেল সাবান চিনুক তনু জুড়ে
লিখে যাই ব্যর্থ জীবনের প্রেম আর হতাশার
যুগ জয়ী মহাকাব্য কিম্বা সফল জীবনের শুধু...

নীরস বীর গাথা অথবা সুধা গরলে কথাকলি
সন্ধ্যা মালতি ফুলে, সবুজ শারিতে, পাউডার
কাজল টিপে খবরের কাগজের অলস সময়ে
ফেস বুকের চ্যাট আর প্রেমে - নেই ভুবন ভার।

হতে পারি খুব কাছে বলি তুমি শুধুই আমার
আঁতেল মাথায় ভুত চাপে আমেরিকা চীন ফ্রান্স
বিশ্ব ময় হাহাকার চলুক-তবু সময়ে কাজ কর
তোর হাতে নেই, আমার হাতে নেই ভুবন ভার
বয়সের সাথে প্রযোজন বুঝে এগিয়ে চলি যেন
ব্লাক মাম্বার মন্থর কিম্বা খিপ্র গতি, লক্ষ্য স্থির
ম্লান মুখ হতাশা দারিদ্র জীবনের পরাজয় নয়
পরাজয় শুধু নক্ষত্রের বুকে স্বপ্নের।

আঁধার সমস্ত জীবন জুড়ে ঘোর অমানিশা জাঁকিয়ে
দিন বাত কুঁকড়ে কাঁদ নেই শুধু অবসর আর
মৌমাছির চাকের মত সেজে উঠুক জীবন চক্র
তার পর এ জীবন যেন বিজয়ী বীর সেকেন্দার
ফ্যালা পেঁচা মুখ তোতার মত করে দেখ তোর
হাতে নেই, আমার হাতে নেই এই ভুবনের ভার।

সম্বিৎ

ক্ষুধিত যৌবন ভুলে যায় মা মাটি মেয়ে
হায়নার মতো হিংস্র সে যৌবন কাঁদে
গরুর শোকে শকুনের মত ভাগাড় নিয়ে
কাকের কর্কশ রবে সম্বিৎ ফিরে ভোরে
মনে হয় আত্ম হনন করি কালীদহ বুকে
বেহুলারমত কোন সতীর বেটী সস্নেহে
করুক উদ্ধার এই বঞ্চিত যৌবন ভার।

ক্ষুধার দাগ পাপ মুক্ত হোক, ঠিক এরপর
শুচিস্মিতা মন পবন ভেসে যাক গঙ্গায়
উড়ুক বিজয় কেতন সিংহল-অতলান্ত
সাগর-ইউরোপ-মিশর-চীনে পরাক্রমে
দস্যি ছেলে লক্ষী হোক দেশেরকল্যাণে।

সাঁই সাঁই পাখার শব্দে উড়ে যায় বালিহাঁস
স্বপ্ন মনপাখি ফেলে দীর্ঘ শ্বাস কুঁড়ে ঘরে
কল্পনার মেঘদূত অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে যায়
ক্ষুধা হতাশা দারিদ্র জীবনের অলঙ্কার নয়
সায়ক বিদ্ধ হরিণ যেন ছট পট করে জ্বালা
অসহ্য জ্বালা অন্ন চিন্তা, অস্বচ্ছ ভবিষ্যৎ।

প্রয়োজন বাধা মানেনা শব ভুক গৃধিনীরা
যেরূপ পচা গলা রোগ শোকে আন্ধ খাদক
নয়নের তাল আর কাজল ভিন্ন বস্তু ভিন্নরূপ
এ দুইয়ের ব্যবহার - বুঝে নেওয়া কঠিন নয়
হাজার পাপের তরী ডুবায় শুচি স্নানে গঙ্গায়
ঘাড় উঁচু করে আশায় থাকি রাজপুরুষ শুধু
স্বপ্ন দেখান, নিজের আখের গুছিয়ে নেন।

বাপ দাদা কাকা মা সমাজ হতাশ করে দেয়
অগত্যা শঙ্খছিল হয়ে শিকার খুঁজি ঘরে ঘরে
নিরুপায় শৃগালের মত জঘন্য পথে সমাজে
নগর কিম্বা গ্রাম ডুবে যায় নিকষ আঁধারে তে
গ্রাম রত্ন চলে যায় সুশোভিত প্রমোদ প্রাসাদে
সাপ নেউল লড়াই নিয়ে উন্নয়ন দেখি চাঁদনী
রাত জুড়ে কাল পেঁচার বক্তৃতা ধারা ভাষ্যে।

এবার সম্বিৎ ফেরে কিনু গয়লা ছিদেম সেখ
তারাও মানুষ -পূর্ব পুরুষ রাম রাজ্যে ছিলেন
বার্ধক্যে ভাতা আসে জান্নাতের ওহীর মতন
নড়ে চড়ে বসি ক্ষুধিত বার্ধক্যে অসহায় ভাবে
নাবালক পুত্র কিম্বা অর্ধ সাবালক পুত্র হাতে
সঁপে দিই নতুন পুরাতন জীবন যৌবন জ্বালা।

অবশেষে মৃত্যু আসে প্রথম জীবন প্রিয়ারুপে
আহত ধোড়া সাপের মত ময়ুর কি ঈগলের
নখ ঠোঁটে তুলে নেয় মুছে দেয় নক্ষত্র শক্তি
যা এই দেশ মা মাটি কন্য বনিতার কাছে ছিল
অদ্ভুত পরাক্রম, পরাজয়ে ডরে না বীর তবু
যেতে হয় দলিত শিশির ঝরা ঘাসের মত কিম্বা
খুধা তৃষ্ণা হীন কল্প কিম্ব দন্তী স্বর্গ সুখ নেশায়।

সব অহঙ্কার চলে যায় কালের মহাকল্লোলে
পৃথিবী-মাতাপিতা পুত্র সব থাকে বংশ লীলায়,
তবু প্রয়োজনে যুক্ত কর সতীর-বেটীর কাছে
শুচি স্মিতা মন-প্রানের আরাম মর্ত্য মায়াময়
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে আরব-মিশর-চীনে
স্বপ্ন ডানা ভেঙে যায় বার বার জীবন মহা ঝড়
কবিও মরে কাব্য থাকে ক্ষুধা তৃষ্ণার অবনী পর।

রক্তের নুন

রক্তের নুন খুঁজে চলি পৃথিবীর পথে
মিসিসিপি আমাজন গঙ্গার বালুতে
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি লোনা ঘাম ভেজা
বিষাদেব নুনে খুঁজি আপনার জন
দিবা-স্নাত রৌদ্রে ভাজা সন্ধ্যা মাঠে
জোছনা মাখা, বৈশাখী চাঁদ বাঁশবনে,
লাখ যুগ সখী নুন খুঁজে শুধু চলি ওই
চট কলে, যাঁতাকলে, খেতে মাঠে ঘাটে
গ্রীক মিসর আমেরিকা আম্রেলিয়া পথে
শ্রমিকের ফুট পাথে কিষানের কুঁড়েতে।

গণতন্ত্র বলি হয় - ডি এ বন্ধ রয় দুঃসময়
বিনিদ্র নিশিতে তবু নুন খুঁজি হাটে মাঠে
দরদী নায়ক হাক পাঁড়ে বলে চল যাই
তুলি শ্রমিক কিষাণ মজুরের রক্ত নিশান
আজ অমর শহিদ দিবস ১লা মে স্মরণ
আমি বলি প্রিয় আর নাই এত তাড়া কিসে
লাভ কিছু হবেনা বুড়োভাম সব নেতা হয়ে
দিয়েছে এদেশ পুতনার নখ আর পায়ের নিচে
চার দিকে নরমাংস লোভী রাখসের উৎপাত
নক্ষত্রের আলোয় তারা মানুষের মত অবিকল।

মানবতার বিজলীতে কিষানের কুঁড়েতে বসে
চিনেছি আমি এই সব নররাখসের দাপা দাপি
অথচ আমিও সূর্যের নিচে সবুজ খেতের গাছ
আমারও স্বপ্ন আছে সাধ আছে সুখ শান্তি চাই
তীর ভেজা ঢেউযে নদিনীর নুন, মানুষের খুন
দেশের এক আজব-অভিশাপ দুঃসময় বুঝি
কিষাণ মজুর কামার কুমোর শ্রমিকের নুন
খেয়ে ঢেকুর তুলে থাকে এসি এয়ার কুলারে
শাপলা শালুক খেসুর খুদের ভাজায় আমি বুঝি
সব বুঝি আর চাঁদ থেকে দেখি দেশের উন্নয়ন।

পকেট শূন্য তাই আবার ক্রীত দাস হয়ে যাই
সমুদ্র সমতল পাহাড় জঙ্গলের রক্ত চোষা দেখে
প্রেয়সী নারীর নিটোল শরীর চুষে - যায় যাক
এদেশ এমাটি আমার হাতে নাই ভুবনের ভার
নুন খোঁজা বন্ধ হয় ত্রিফলা লাইট - গৃহ সুখ ভেবে
হে মার্কেটের শহিদ নিম পেচার গন্ধে হিজল দহে
রুপ শাল ক্ষেতে পচা আমানি আর নগ্ন সুখ পেতে
পৃথিবীর ইতিহাস বলশালী লেখে বীর গাথা আর
শ্রমিক কিষান রক্ত নিশান সব পাগলামি পরাজয়
ইউতুপিয়া টুপি খসে বাস্তবের খুন জ্বলা নুন ভাতে
রক্ত নুন বিপ্লব শূনশান দুঃসময়ের করাল স্রোতে।

পানকাবতী

অশথ বটের ছায়াপথে বাঁকা এক সরুগলি
অদুরে বাঁশ বনের ফাঁকে দেখা যেত চাঁদ
চাঁদের সাথে ছিল ভীষণ আড়ি, অগত্যা -
জোনাক আলোয় লুকিয়ে লুকিয়ে যেতাম
পানকাবতীর সুড় সুঁড়ি খেয়ে মন ভরাতে।

সমগ্র পৃথিবীতে অগণিত নারীর সমাজে
শুধু পানকাবতীর জন্য আজো কাঁদি
বেনেপুকুরের কাংস বনিক পাড়ার মেয়ে
শিবতলা মাঠে ছউ নাচতে এসে পরিচয়
এক ঝলক তাকালও জিতে নিল আমাকে।

চোখ দুটি যেন হমর এর ইলিয়াড মহাকাব্য
মুখে মিঠা তাম্বুল কপূর মিশ্রিত সুগন্ধি নিশ্বাস
নক্ষত্র আলোয় তার মুখ তাম্বুলের আঘ্রাণে
মনে হয় হাজার হাজার কৃষ্ণ মৃগ কস্তুরী আছে
পানকাবতীর শরীরের প্রতি অনু পরমানুতে।

অধরামৃত সুঘ্রাণ যেন সমগ্র আরব সুগন্ধি জয়ী
জঘন - নাভিকুম্ভ হতে অদ্ভুত আতরের গন্ধে
বিপুলা বসুন্ধরার সকল পুস্প যেন আমোদিত
মার্জিত রুচি দীর্ঘ পোশাক কুমারী সুলভ লজ্জা
তাঁকে রুপবতী হতে রুপকথার অপ্সরী করেছে।

কাল ভুজঙ্গসম তার কেশরাশি আজানু বেনীবদ্ধ
সেই গোখরোর ফনার মতো বেনী সিংহী জয়ী
কটি দেশকে অতিশয় মনোহর কামিনী করেছে
বক্ষ অংশুতে নিবিষ্ট হিমাদ্রির মতো কুচযুগল
ঘোর কৃষ্ণ শ্রাবণ মেঘ যেন তার অক্ষি মণি দ্বয়
ঐ গুলি যেন বসন্ত-পুস্প কাননে উড়ন্ত প্রজাপতি।

শরীরে যৌবনের ভল্লা নীপার ডন নদীর জলচ্ছাস
অথচ গঙ্গার পবিত্র ধারার মত নিস্পাপ সেই নারী
হরিনানয়না হৃদয় রাণী বিধু মুখী সখী পানকাবতী
শুধু ভাগ্যবান পুরুষ তার সান্নিধ্য পায় ক্ষণকাল
সে যেন এক মহীয়সী রুপসী রাজ্যের রাজকন্যে।

হাজার জন্মের পুণ্য বলে এক বটের ছায়ায় বসে
অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে মধুরবাক্য ব্যয়ে বলেছিলেম
চরণ ছাড়া করোনা আমায় ওগো মেঘ বালিকা -.
প্রণাধিকা কামিনী রাখহে তব শ্রীচরণ প্রার্থীকে
ছি... ছি লজ্জা দিও না আমায় আমি বাগদিনী যে
ভালোবাসতে পারবো নাকো তোমায় এই জনমে।

কম্পিত স্বরে-করুণা ভিক্ষুর মত বলেছি সেই ক্ষণে
ওগো দেবী-নারী রত্নং দুস্কুলাদপি - তুমি নারী রত্ন
তার চেয়ে বড় কথা মানুষের কৃত্রিম ভেদ মানিনা
এসো লহ বক্ষে তুলে এ নবজন্ম ধন্য হোক নারীরত্ব
সকাশে শুভ আগমণী মধুমাসে গোধূলি লগন আছে।

পানকাবতী বলেছিল ভুমি বেশ মিষ্টি ছেলে ইনোসেন্ট
শোন - রুপ ধুয়ে কেউ খায় না আর চুলে কেউ শোয় না
মানুষ বেঁচে থাকে নিজ গুণে, গুণী মানুষ ভালোবাসি
সেই বট স্থলে মহীয়সী সুবচনে চেতনা ফিরল আমার
জাত-কুল-মান নয় শুধু গুণ চাই গুণ আর গুণী লোক।

ক্ষুধা দারিদ্র হতাশা বেকারত্ব সাথে করে দ্বারে দ্বারে
করেছি জীবনের অকথিত সংগ্রাম প্রতি পদক্ষেপ
শাপলা শালুক খেসুর, কচু ঘেচু বুনো আলু খুদ কুড়ো
সব খেয়েছি পরমান্ন ভেবে-কল্পলোকে দার্শনিক -
পরাণ প্রিয়া পানকা বতীর অভয় আশিস বচন খানি।

তিল তিল করে, জীবনের গিরিসিন্ধু পরে একদিন
জমে উঠল সেলিব্রিটির সম্মান গুণীর সম্মান বহু
ধন দৌলত সুখের সাগতিক বহু বিলাস বহুল পণ্য
এলো ঘর ভরে, কুটির হল ঝাঁ চকচকে প্রাসাদ বাড়ি
সব আছে চার দিকে গুণী লোক গিজ গিজ করছে।

শুধু সাথে নেই প্রানের আরাম প্রিয়সী পাঙ্কাবতী
যৌবনের হাজার নারী সঙ্গ ছেড়ে পুত্র কন্যা ছেড়ে
জীবন সূর্য যেতে লাগে অস্তাচলে তবু বুকে খাঁ খাঁ
শূন্য ময় মনে হয় স্মৃতিতে জ্বালায় সেই পাঙ্কাবতী।

মানুষ যা চায় - প্রহেলিকা দাতা মহান ভগবান
সাত জনমের প্রেম জ্বালা পাঙ্কাবতীর অভিমান
দিবস রজনী ঘুরি কানে শুধু কুহু কুহু কুহুরব
সকল পুরুষের পাথেয় পাঙ্কাবতীর প্রেম বিপ্লব।

পরাগের নেশা

শীতের সোনালী রোদে কাঁপে বিগত যৌবন
একদিন লাল ঝুঁটি মোরগের মতো খেলেছে
রণে বনে কিম্বা দুই চারটি মুরগীর সাথে
ভাদ্র-আশ্বিন অনটনে কার্তিক-অঘ্রানের
নবান্নে সাজেনা আর সুগন্ধি আতর-চন্দনে
সুখে সুখ সারী সেজে শিশিরের হিমল পরশে
লাগেনা আর গাইতে গুন গুন গুন রাম গান
ভাগ্যাকাশের দ্বাদশ আদিত্য আজ অস্তাচলে
খোয়া গেছে রোমান্স ঘন ইউরিদাইসের সময়
তবু প্রেমে নাই বাধা - কে মরতে চায় অসময়?

হায়, বিধাতা। শৈশবে জননীর কোলে আর
কাঁঠালের আঠার মতো লেপটে চেপটে প্রেম
যৌবনের সাগর সঙ্গমে - যদি প্রিয়া নাহি খুঁজে
অন্য মোহনা অন্য ঠিকানা অন্য অঙ্ক স্বাদ
সাধের সময় অমৃত ময় গাও যৌবনের জয়
হাতে হাত রাখো শপথ কর নাও দাম্পত্য সুখ
গ্রাম কি নগর আইবুড়ো কি বিবাহিত প্রেমে
সবার আনন্দ আছে সকলেরই স্বর্গ সুখ হয়
সাধে আল্লাদে যদি দম্পতীর মনোমত পায়
নতুবা রাতের পেচকের মত মহাপ্রলয়ের জন্য
থাকবে বহু অপেক্ষা পরাজয় মাখা ক্লেদ গ্লানি
রূপ ধুয়ে কেউ খায় নাকও চাই রুপসীর হৃদয়।

.

মানুষ পতঙ্গের মত রুপের আগুনে পোড়ে
অকাল বসন্তে নাচে গোধূলির মেঘ সীমানায়
ভাগাড়ের মরা গরুর মত যে রুপ খাবে শকুন
দুর্লভ মানব জন্মে মানুষের সেই কদর্য শখ
রুপের পাথরে ডোবে, সব প্রাণ ধন-মান
আকাশের নক্ষত্রের মতো আত্মা শুনি বড়
অনেক বড় নিজ মহিমায় স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে...

প্রাণ বুঝি প্রেম আর প্রিয়া তার দেহ খানি
যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ ক্ষণিক মিলন - বিরহে।

কৈশোরের খেলাঘরে জন্ম নেয় স্বপ্নময় সাধ
যৌবনের সমাধি ভুমে নিরুত্তর পাণ্ডুর বদন
ভালো নাহি লাগে নক্ষত্র আলো, পরাগ নেশা
কুসুম কদম-যুথিকা-চাঁপা-গোলাপ-শতদল
লক্ষ লক্ষ পরথের ছলে, মন বিকল পাথর
অহল্যা পাষাণী যেন নিস্তেজ প্রক্রিতিতে
যুগ যুগান্ত জুড়ি প্রিয়ার বক্ষ পরে কত সাধ
রাতে প্রিয়ার জাআমা ছিঁড়ে কতনা বাহানা
বিগত যৌবন ঘটায় চরম বিষাদ-বিসম্বাদ।

বৈশাখের ঝড়ে আম কুড়াতে যেমন ছুটে
হরষিত অবুঝ কিশোর তেমনি যমদুত আসে
মরণের শঙ্খ ঘন্টার অব্যক্ত বিশাদ সুর গেয়ে
মরমে মরমে মরি তবু মর্ম বুঝেনা অবুঝ মন
এই নেশা, এই স্বপ্ন, এই অহঙ্কার, এই লালসা
জীবন সায়রে হাল ভাঙ্গা নাবিকের নীল অর্ণব,
মহাসমাধির বুক ফাটা আকুল কান্নার সময়
ভব পারের কাণ্ডারি জানিনা কেমনে দেখা দেয়
রাম-রহিম যাই ই বলি হে অলৌকিক মহাশক্তি
পরাগের নেশা-বিগত পরাগে দিও দুশ্চিন্তা মুক্তি।

মুক্ত নিশ্বাস

আবছা আঁধারে তারা আর শশিকলার মত
জীবনে সুখ আর দুখ আসে এই মাটিতে
দিবানিশি রুক্ত শ্লেষ লোনা ঘামের খাটনিতে
ক্লান্ত অবশ শরীরে খায় ক্ষুধার মোটা ভাত
কেউ রুপালী সরু চাউলের সাথে ইলিশ
খলিশ, মাংস, দধি, নবনীত, পরমান্ন ইত্যাদি
আবার কেউ গাঞ্জা মদ আফিম, হিরোইন
এসব কিছুর পিছনে তিথি নক্ষত্র কর্মফল
মানুষের প্রেম - দাম্পত্য তাও কি স্বর্গীয় ?

সমুদ্রে পাল তোলা নৌকায় হাল ভাঙ্গা নাবিক
বাচার জন্য নিজের উপাস্য কে কাতরে ডাকে
উপচে পড়া যৌবনকে সামাল দিতে প্রেম চাই
লাইলা মজনু, আল্মতি সবুক্তগীন সবই জ্বালা
এই রকম একযৌবন জ্বালায় বট বৃক্ষের মতো
বড় বড় ঝুকি দিয়ে আঁকড়ে ধরে হৃদয় রাণী।

নারী-সে এক মুক্ত নিশ্বাস, স্বর্গীয় সম্পদ আর
পুরুষ জীবনের সমস্যা সমুদ্রে পথের দিশারী
জল পরী কিম্বা গ্রীক দেবী থেতাস, অপ্সরী
শাপলা শালুকে থিদে মিটিয়ে খুদের নেশায়
ছুটে চলি মানুষ হতে মানুষের মত বাঁচতে
গ্রাম-নগর-শহরতলীতে, দিন রাত ছুটছি।

পৃথিবীতে আশা-হতাশা-শঠ তা-ভালোবাসা
সব আছে -সেই রূপ মানুষের মত দেখতে
কত হায়না, সিঙ্ঘি -বাঘ, শিয়াল কুকুর আছে
মানুষ আর অমানুষের দ্বৈত পরিচয়ে জীবনে
ইদের চাঁদের মত খুঁজে পাই মর্তের প্রেয়সী।

আকাশের শঙ্খচিলের মত কেউ এসে পাছে
তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় সেই ভয়ে পড়ে
বাঁধলাম কপট প্রেমজালে - তুমি বিনা আঁধার
আমার এই ত্রিভুবন, কথা দাও ভালোবাসো
কণ্ঠ কাঁপা তবল বচল আধরে অধর ক্ষণকাল
হায় নিষ্ঠুর বিধাতা - আবেগ স্তব্ধ হয় একদিন।

ক্ষুধা হতাশা নৈরাশ্যের গাঢ় আঁধার রজনীতে
স্বপ্নময় চাঁদ ডোবে অশ্রুর ক্লেদ মাখা দহে
সেঁকো বিষ মেরে ফেলে দুইটি প্রেম মাখা প্রাণ
পিঞ্জর ভেঙ্গে ডানলা হতে পালায় প্রেম পাখি
অগত্যা জোনাকির আলোয় নতুন পথে যাত্রা
আঁধারের কালপেঁচা অভিশাপ দেয়
লক্ষীছাড়া।

হাজার বছর ধরে পথ চেয়ে পেলাম না প্রেম
নিষ্কণ্টক-কিম্বা মায়ের দুধের মত নির্ভেজাল
মুক্ত-নিশ্বাস শুধু বুঝি মায়ের কোলে তারপর
বহু শতাব্দীর পুঞ্জিভুত নাভিশ্বাস কুরে খায়
রক্ত মাংস মজ্জার বিবেকময় শরীর খানি
আসমানি নীলে ঝুঁদ হয়ে অহিফেন নেশায়
কাব্যি চুসি পৃথিবীর অসার সব রতি রাণী।

রুপের ডালি

শুয়ে বসে চেখে দেখিনি প্রেয়সী আমার লাবণ্য
দূর হতে দেখি শুধু রক্ত মাংসে গড়া নারী মূর্তি
বকের পাখার চেয়ে সাদা শাঁখা মাথায় সিঁদুর ...
পরস্ত্রী হউনি যখন সে এক অদ্ভুত কল্পনার কাব্য
শয়নে স্বপনে জাগরণে ঘাড় উঁচু করে প্রাসাদে ...
দেখেছি পনির পরীর মত সুন্দরী দুধেলী নারীর
হিমগিরি তুল্য বুক, সুগুউরু উরু সুডৌল জঘন
সিঙ্ঘী জয়ী কটি দেশ তনু অনুপমা তপ্ত কাঞ্চনী
ঘাস ফরিংযের মত সবুজ মনে ভাবতাম মানুষ
মহান আল্লাহতায়লার সৃষ্টি কোন ভেদাভেদ নাই।
বাজ পাখির মত একাগ্র চিত্তে তাকিয়েছি চন্দ্র মুখে।
হাজার বসন্তের মন বলাকা ছুটেছে সেদিন লাবন্য
সাত সমুদ্র তের নদী রুপর গাছে সোনার ফুল ফল
ফুটেছিল আর মনভুমিতে কুন্দ শেফালি দোপাটি ফুল
ময়ুর চাতক শুক আর দাড কাক সবই আল্লাব সৃষ্টি
সে ব্যথা এক কাব্যগাথা লাবণ্য, সে অতীত ইতিকথা
ভালোবাসার নির্দিষ্ট কোন পাঠ আর ভাষা নেই নিশ্চয়
থাকলে অব্যক্ত অপ্রকাশ্য বেদনার গহন অতলান্ত অর্ণব
মানুষ বুঝতে পারত, ধন মান যৌবন তিন সমান্তরাল
একটির অভাবে আর একটি যেন পূর্ণতা পায়না কিছুতেই
মন ভোমরা রাক্ষস খোক্কস আজানু কেশ লজ্জাবতী কন্যা
রুপোর ডালি মন্ত্রী কোটাল সেনাপতি স্বপ্নপুরীর রাজপুত্র
এসকল পাঠ তাদের সাতে যাদের পকেটে পয়সা লাবণ্য
তাই আধার রাতের পরী বনিক মন্ত্রী রাজা উজিবের
নেশা খোরের হাতের লাটাই আর ঘুড়ির মত শুদ্ধ উড়ছি
ক্ষেতের আলতি পাখি আর রাতের কুচ বক দিন গুনছি
কখনো ফস্কে যাবে ঘুড়ি, কিম্বা শিকারীর ফাঁদে অক্কা পেতে
যৌবন এলে দায়, গেলেও দায় প্রেম বিষের পেয়ালা হায়
তবু ভালো বাস্তে ইচ্ছে হয় নীল প্রজাপতি, সবুজ বন পরাগ
পরাগের ভারে নুয়ে পড়ে প্রজাপতি আর মৌমাছির পাখা

খুদেব অন্ন লোনা ঘাম ফুটো ছাদ ক্লান্ত লক্ষ লক্ষ মন-বলাকা
মে মায়া মরীচিকা, হেথা নয়, হেথা নয় অচিনের আহবান
লাবণ্য আসে লাবন্যরা খতম হয় জীবনান্দ প্রেম চিরন্তন।
স্বলে পুডে হব থাক পোঁদের কাছে মৃত্যু নিয়ে জন্ম রসায়ন
শুয়ে বসে চেখে দেখে চন্দ্র মুখ নিতম্ব জঘন রোমান্স সন্ধান
কিছু নাই লাবন্য নাই, জীবন আর আনন্দ শূন্য শান্তি পরিণাম।